ডাকবাক্স
চিঠি পাঠান
কেরিয়ার গাইড
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭২
cguide@sangbadpratidin.org

লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট

পারাপার

চলতে ফিরতে কম্পিউটারে হোক বা স্মার্টফোনে 'অনলাইন শপিং' সাইটে গিয়ে টুক করে পছন্দের জিনিসটা অর্ডার করে দিলাম। সময়ের মধ্যে তা পৌঁছেও গেল। কিংবা শপিং মলে গিয়ে নিজের খুশিমতো বাজার করে ফেললাম।

সত্যি, কত সহজে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় ইচ্ছেমতো নিজের প্রিয় জিনিসগুলি পেয়ে যাচ্ছি। একবারও ভাবতে হয় না, কোথায় এই জিনিসগুলি তৈরি হচ্ছে, কেমন করে আসছে।

রোজ যে হাজারো জিনিসপত্র চাইতেই পেয়ে যাচ্ছি, তা সম্ভব হচ্ছে 'লজিস্টিক্স' ম্যানেজমেন্টের জন্য।

কাজের দুনিয়ায় যেমন লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়াদের চাহিদা চড়চড় করে বাড়ছে, তেমনই এ নিয়ে পড়ার আগ্রহ আগের থেকে অনেকটাই ঊর্ধ্বমুখী। কেননা, এই কোর্স পাস করলেই যে দেশে ও বিদেশ মোটা মাইনের চাকরি নিশ্চিত।

লজিস্টিক্স মানেটা বুঝতে হবে

আগে 'লজিস্টিক্স' বলতে বোঝাত একটা তৈরি জিনিস এক জায়গা থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু বর্তমানে সেই অর্থ পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে। এখন কোনও জিনিস তৈরি করতে যে উপাদান লাগে, সেগুলি প্রস্তুতকারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে ক্রেতার হাতে জিনিসটি তুলে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজই লজিস্টিক্সের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ একটা জিনিস বানানো থেকে তা সংরক্ষণ, সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে যে মহাযজ্ঞ পর্ব রয়েছে, তার মুশকিল আসান হয় লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমেই।

সাধারণ মানুষের চাহিদা কী, কোন জিনিসের প্রতি ক্রেতার আগ্রহ বাড়ছে, সেই তথ্য পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়াও লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট কাজের মধ্যে পড়ছে।

চাকরি দেওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের নামী কোম্পানিগুলি বসে রয়েছে। মাইনে চোখধাঁধানো। তাই তো লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়াদের বসে থাকার প্রশ্নই নেই। এই বিষয়ে আলোচনা করলেন আইআইএসডব্লুবিএম-এর ট্রান্সপোর্টেশান অ্যান্ড লজিস্টিক্স বিভাগের প্রধান **ড. জয়ন্তী দে** শুনলেন অনিন্দ্য সিংহ চৌধুরি

কেমন করে মিলবে সুযোগ

সাধারণভাবে স্নাতক স্তরের পরেই লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট পড়া যায়। দু'বছরের ডিগ্রি কোর্স যেমন রয়েছে, তেমনই ডিপ্লোমাও আছে। যে কোনও শাখার পড়ুয়াই পড়তে পারবে।

স্নাতকোত্তর ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিতে ভর্তি হতে গেলে পড়ুয়াকে অবশ্যই অনার্স-সহ স্নাতক পাস করতে হবে। ক্যাট বা ম্যাটের স্কোরের সঙ্গে জিজি ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের ধাপ পেরতে পারলেই কেল্লাফতে। সাধারণত, মার্চ থেকেই ভর্তির নোটিস দেওয়া হয়। খরচ মোটামুটি চার লক্ষ টাকা।

চাকরি করতে করতেও এ নিয়ে ডিপ্লোমা করা যায়। ইন্টারভিউ নিয়ে ভর্তি করা হয়। সাধারণত, এই কোর্স এক বছরের হয়। খরচ অবশ্যই অনেকটাই কম।

পরামর্শ

- যে কোনও জায়গায় কাজ করার মানসিকতা
- দুর্দান্ত কমিউনিকেশন স্কিল
- টাইম ম্যানেজমেন্ট
- বিভিন্ন ভাষা জানা প্রয়োজন
- কঠিন পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ উতরে দেওয়া

কোর্স শেষ হওয়ার আগেই ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে বেশিরভাগের হাতে চলে আসে নামী কোম্পানির অফার লেটার।

আকাশছোঁয়া প্যাকেজ

এ দেশে মোটামুটি কোম্পানিতে চাকরিতে ঢুকলেই বছরে দুই থেকে চার লক্ষ টাকার মাইনে। বিদেশে তো বছরে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার চাকরি অনায়াসেই মিলবে। এছাড়া রয়েছে আরও আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা। আর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়বে।

কোথায় মিলবে চাকরি

- ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে
- পরিষেবা প্রদানকারী ক্ষেত্রে
- পরিবহণ শিল্পে
- অনলাইন শপিং ইন্ডাস্ট্রি

তাই গ্র্যাজুয়েশনের পর এ নিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও।

- আইআইএসডব্লুবিএম (০৩৩) ২২৪১৩৭৫৬
- সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা (০৩৩) ২২৫৫১১০১
- এলআইএমএম ৯৮৩৬১২৩৯৯৯